চতুর্থ দার্‌স

الدرس الرابع

ইসলামে ইবাদতঃ ইসলামে ইবাদত ততক্ষণ পর্যন্ত গৃহীত হয় না, যতক্ষণ না তা কেবল আল্লাহ সন্তুষ্টি বিধানের উদ্দেশ্যে এবং মুহাম্মাদﷺ-এর আনীত তরীকা অনুযায়ী সম্পাদিত হয়। যেমন, নামায একটি (মহান) ইবাদত তা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো উদ্দেশ্যে করা যাবে না। অনুরূপ তা সেই পদ্ধতিতেই সম্পাদন করতে হবে, যা রাসূলুল্লাহ ﷺ বর্ণনা করেছেন। আর এ রকম করতে হয় কয়েকটি কারণের ভিত্তিতে। যেমন,

১। আল্লাহ নিষ্ঠার সাথে কেবল তাঁরই ইবাদত করার নির্দেশ দিয়েছেন। অতএব তাঁর সাথে অন্য কারো ইবাদত শির্ক গণ্য হবে। মহান আল্লাহ বলেন, "তোমরা কেবল আল্লাহর ইবাদত করো এবং তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করো না।" (সূরা নিসা ৩৬)

২। আল্লাহই একমাত্র শরীয়তপ্রণেতা। এ অধিকার কেবল তাঁরই। সুতরাং কেউ যদি এমন কারো ইবাদত করে, যা বিধেয় নয়, তাহলে শরীয়তপ্রণয়নে আল্লাহর সাথে শরীক করা হবে।

৩। আল্লাহ দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। কেউ যদি নিজের পক্ষ হতে কোন কিছু আবিষ্কার করে, তাহলে সে দ্বীনে ঘাটতি থাকার অপবাদদাতা গণ্য হবে।

৪। যদি মানুষের জন্য এই অনুমতি থাকত যে, তারা যার চায় এবং যেভাবে চায় ইবাদত করুক, তাহলে প্রত্যেক মানুষের ইবাদত করার নির্দিষ্ট পদ্ধতি হত। কারণ, সবার পছন্দ এক রকম নয়।

ইসলামের রূকনসমূহঃ ইসলামের যে রূকনগুলি আল্লাহ আমাদেরকে পালন করতে বলেছেন তা হলো পাঁচটি। (১) এই সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ-ﷺ-তাঁর রাসূল। (২) নামায পড়া (৩) যাকাত দেওয়া। (৪) রমযান মাসের রোযা রাখা। (৫) আল্লাহর পবিত্র ঘরের হজ্জ করা।

ইসলাম আমাদের কাছে কি চায়? ইসলাম মুসলিমদের কাছ থেকে এটা চায় না যে, তারা দুনিয়াদারী ত্যাগ করুক এবং তা থেকে তাদের হাত শূন্য হোক। আর এটাও চায় না যে, তারা কেবল মসজিদেই বসে থাকুক বা কোন গুহায় আশ্রয় নিয়ে সেখানে তাদের জীবন কাটিয়ে দিক। বরং ইসলাম মুসলিমদের কাছ থেকে এটাই চায় যে, তারা উত্তম সভ্যতার উচ্চ শিখরে প্রতিষ্ঠিত হোক। মাল-ধনের দিক দিয়ে তারা সবার চেয়ে বিত্তশালী হোক। জ্ঞান-গরিমায় সবার ঊর্ধ্বে হোক। প্রত্যেক মুসলিম খাওয়া ও শরীরচর্চার মাধ্যমে তার দেহের অধিকার আদায় করুক। চিত্তবিনোদন এবং আনন্দ ও তৃপ্তি গ্রহণের মাধ্যমে স্বীয় নাফ্‌সের অধিকার আদায় করুক। তবে তা যেন কোন হারাম জিনিসের দ্বারা না হয়। পরিবারের যত্ন নিয়ে ও তাদের সাথে উত্তম আচারণ পেশ ক'রে তাদের অধিকার আদায় করুক। সুন্দর তারবিয়াত, সুপথে পরিচালনা এবং দয়া-দাক্ষিণ্য প্রদর্শন করার মাধ্যমে সন্তানদের অধিকার আদায় করুক। প্রত্যেক সমাজের জন্য উপযুক্ত কর্ম সম্পাদন ক'রে তার অধিকার আদায় করুক। অনুরূপ তাওহীদ ও আনুগত্যের মাধ্যমে মহান আল্লাহর অধিকার আদায় করুক।

ইসলাম পূর্বের পাপ মিটিয়ে দেয়ঃ এটা আল্লাহর বিশেষ দয়া ও অনুগ্রহ যে, তিনি ইসলামকে বানিয়েছেন পূর্বের সমস্ত পাপ ও অন্যায় কাজের ধ্বংসকারী। তাই যখন কোন অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করে, তখন আল্লাহ তার কুফ্‌রী অবস্থায় কৃত সমস্ত পাপকে ক্ষমা করে দেন এবং সে পাপাচার থেকে একেবারে স্বচ্ছ-নির্মল হয়ে যায়। ইসলামে তাওবার দরজা সব সময় উন্মুক্তই থাকে। তাতে বান্দার পাপ যতবেশী হোক না কেন। আর তাওবার প্রয়োজন মানুষের সব সময়ই। কারণ, প্রত্যেক আদম-সন্তান দ্বারা ভুল-ত্রুটি হয়েই যায়। তবে সর্বোত্তম ত্রুটিকারী সে-ই, যে ত্রুটি করেই ক্ষমা প্রার্থনা করে। আর এ কথা বলেছেন বিশ্ব নবী মুহাম্মাদ ﷺ। মানুষ যেহেতু নিষ্পাপ হতে পারে না, তাই আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য তাওবার দরজা খুলে দিয়ে তাদেরকে তার নির্দেশ দিয়েছেন।

কিভাবে ইসলামে প্রবেশ করবেন? ইসলাম গ্রহণ করা প্রত্যেকের উপর অপরিহার্য। ইসলাম গ্রহণ করা ছাড়া জান্নাতে প্রবেশ করার এবং জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণের অন্য কোন পথ নেই। যখন আপনি ইসলামে প্রবেশ করার ইচ্ছা করবেন, তখন আপনার করণীয় হবে, মৌখিকভাবে স্বীকৃতি দিবেন যে, 'আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নেই, আর মুহাম্মাদ-ﷺ-হলেন তাঁর প্রেরিত রাসূল'। অতঃপর ইসলামের অন্য বিষয়াদির শিক্ষা গ্রহণ করবেন এবং তা বাস্তবায়িত করবেন। যেমন, নামায পড়া ইত্যাদি। বিভিন্ন লাইব্রেরী ও ইসলামী সংস্থায় এমন গ্রন্থাদি পাওয়া যায়, যার দ্বারা ইসলামের বিধি-বিধানকে আরো ভালভাবে বুঝতে পারবেন।